আই ভিজে মিশু

'ইটস টাইম টু এনজয় চ্যানেল আই। ইটস টাইম টু এনজয় দ্য প্রোগ্রাম।' স্যাটেলাইট চ্যানেলের পর্দায় ঝটপট বলে ওঠা চটপটে মেয়েটি যেন শুরুতেই দর্শকদের চোখ আটকে ফেলে নিজের দিকে। হিলহিলে গড়ন। পাশ্চাত্যের ধাঁচে তৈরি তন্বী শরীর যেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ফুর্তিতে নেচে ওঠে। বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেলে এখন এমন অনেক মেয়েকেই দেখা যায় স্টেশনের পক্ষে কথা বলতে। পাশ্চাত্যের ভাষায় যাদের বলা হয় ভিজে। বাংলা চ্যানেলেও তারা ভিজে হিসাবে পরিচিত। অর্থা" বিটিভির অনুষ্ঠান ঘোষিকাদের মতো নিজেদের চ্যানেল ঘোষিকা বলতে চান না তারা। একটু আলাদা হতে চান। তাদেরই একজন মিশু। পুরো নাম তসলিমা রহমান। চ্যানেল আই-এর ভিজে হিসাবেই তার পরিচিতি গড়ে উঠেছে। যদিও শৈশবের শিল্পচর্চায় গানই হয়ে উঠেছিল প্রধান বিষয়। এখনও গান করছেন। তবে মঞ্চে। ভিজে হিসাবে আসাটা একেবারেই হঠা" সিদ্ধান্ত। মায়ের ইচ্ছায়। অডিশনে সাড়ে চার হাজার প্রার্থীর সঙ্গে যোগ্যতার লড়াইয়ে নিজেকে সেরা প্রমাণ করেছেন। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে উঠে এসেছেন অনেকখানি ওপরে। পেয়েছেন জনপ্রিয়তা। আনন্দকণ্ঠ-এর এক বৈঠকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল গত ১৪ জুন। ঠিক সাড়ে চারটে। ঘড়ির কাঁটা ধরেই এসেছিলেন মিশু। শুরু হয় টানা এক ঘণ্টার আড্ডা।

ঃ ইটস টাইম টু এনজয়, কী বলেন মিশু?

– অবকোর্স! হোয়াই নট। এনজয় এভরিবডি–

ঃ তো, কেমন লাগছে ভিজে হিসাবে কাজ করে?

– ভাল। খুব এনজয় করছি। যা খুশি করতে পারছি। ফ্রী একটা এনভারনমেন্ট।

ঃ আচ্ছা, ভিজে হিসাবে আপনারা যা করছেন, তাতে কি মনে হয় অন্যান্য চ্যানেলের তুলনায় মান সম্পন্ন?

– চ্যানেল আই-এ যেটি দেখানে হয়– হৃদয়ে বাংলাদেশ', অর্থাৎ বাংলাদেশের সংস্কৃতিটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য। এর সঙ্গে আধুনিকতা মিশিয়ে বাইরের দেশে আমরা বাংলাদেশকে উপস্থাপন করছি। তবে অবশ্য ভালগারভাবে নয়।

ঃ আপনার কি মনে হয় আপনি বা বাংলা চ্যানেলের ভিজেরা যা করছে তা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে?

– কেন নয়। আমরা তো পাশ্চার্ত্যের ভিজেদের মতো শটস, টপস পরছি না। পরছি সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি– এসবই তো বাঙালীর পোশাক। নয় কি?

ঃ ভিজে হিসাবে আপনাদের পারফরমেন্সে এমটিভি'র ভিজেদের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। আপনি কী মনে করেন?

– আসলে এমটিভি আগে দেখেছে মানুষ, তাই এ রকম মনে হচ্ছে। আসলে অনুকরণের কিছু নেই। আমরা নানাভাবেই কথা বলছি। হয়তো মডার্ন প্রেজেনটেশনের কারণে এটা মনে হচ্ছে।

ঃ কিন্তু অনেকে তো এ ধরনের উপস্থাপনাকে অপসংস্কৃতি বলছেন।

– যারা বলছেন, কেন বলছেন তা আমার জানা নেই। আগেই বলেছি, আমরা ভালগার কিছু করছি না। বাংলা চলচ্চিত্রে এখন যা হচ্ছে তা কি আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে? তাকে কিন্তু কেউ অপসংস্কৃতি বলছে না। অথচ আমাদের মডার্ন কনসেপ্টটাকে বলা হচ্ছে অপসংস্কৃতি।

ঃ যা হোক, ভিজে হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছেন আপনি; এখন কি নাটকে অভিনয় করার কথা ভাবছেন?

– তেমন কোন ইচ্ছা নেই। তারপর অনুরোধ ফেলতে না পেরে নাটকে অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে। সেখানে আমি ছিলাম গেস্ট আর্টিস্ট। তবে এখন ভিজে হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। চ্যানেল আই এ সুযোগ করেছে। তারাই প্রথম ভিজে কনসেপ্ট বাংলাদেশে চালু করেছে। এখন অনেক চ্যানেলেই এর ডেভেলপমেন্ট দেখা যাচ্ছে। ইটস এ গুড সাইন। অনেকেই এখন ভিজে হিসাবে ইন্টারেস্টেড হচ্ছে। আমার মনে হয় এই আর্টটিকে ডেভেলপ করা দরকার।

ঃ আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী?

– ভবিষ্যত পরিকল্পনা বলতে পারেন লেখাপড়ার দিক দিয়ে। কোন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে কাজ করতে চাই, যেখানে মানুষের জন্য কিছু করার সুযোগ থাকবে। বর্তমানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ইকোনোমিক্স থার্ড ইয়ারে পড়ছি, তো লেখাপড়াটাকে কাজে লাগাব। পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে ভিজে হিসাবে তো আছিই, পাশাপাশি সংবাদ পাঠিকা বা গানে ক্যারিয়ার তৈরির চেষ্টা করতে পারি। এই তো আপাতত আমার ফিউচার প্ল্যানিং।

লাবণ্য লিপি